২.৯ অনুবিভাগ-৯: বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট ও হিসাব (ফাবা) উইং

বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট ও হিসাব (ফাবা) [Foreign Aid budget and Accounts (FABA)] উইং-কে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের **কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যাংক** হিসাবে গণ্য করা হয়। ফাবা উইং বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত সকল তথ্য রেকর্ড ও সংরক্ষণ এবং সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী রিপোর্ট করে থাকে। অপরদিকে সরকারের **'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'**-তে বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট প্রণয়ন ও বরাদ্দ সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম ফাবা উইং হতে পরিচালিত হয়। একই সাথে সরকারের **বৈদেশিক ঋণের ব্যবস্থাপনাও** ফাবা উইং করে থাকে। ফাবা উইং-এর ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের প্রধান প্রধান কার্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

২.৯.১ বৈদেশিক সাহায্যের লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রমঃ

অঙ্গীকারঃ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের অঙ্গীকারের লক্ষ্যমাত্রা প্রাক্কলনের জন্য একটি borrowing programme তৈরী করা হয়। এ borrowing programme-এ ২৬ টি দাতাসংস্থার নিকট হতে ৮১ টি প্রকল্পে সর্বমোট ৬০০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহের অঙ্গীকার (commitment)-এর প্রাপ্তি প্রাক্কলন (projection) করা হয়। এ প্রাক্কলন বাস্তবায়নে প্রক্রিয়াধীন বৈদেশিক সাহায্যের প্রস্তাবসমূহ, চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভবনার ভিত্তিতে, দু'টি ক্যাটাগরী যথা, অতি সম্ভাবনাময় (highly probable) ও সম্ভাবনাময় (probable) বিভক্ত করে প্রতি মাসে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সকল উইং প্রধানদের সঙ্গে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা করা হয়। বৈদেশিক সাহায্যের স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহের তথ্য সংগ্রহ ও ডেট ম্যানেজমেন্ট এন্ড ফাইনান্সিয়াল এনালাইসিস সিস্টেম (ডিএমফাস)-এ রেকর্ডভূক্ত করা হয়। বর্ণিত অর্থ-বছরে ৫৮৪৪.২৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা প্রাক্কলনের শতকরা ৯৭.৪০ ভাগ।

ব্যয়নঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রায় ৩৩৮ টি চলমান প্রকল্পে বৈদেশিক সাহায্যের চাহিদা ও পাইপলাইনে ব্যবহারযোগ্য অথচ অব্যয়িত বৈদেশিক সাহায্যের সঞ্চিতির তথ্য বিশ্লেষণ করে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ব্যয়ন (disbursement) প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৩৩৬০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়ন সরাসরি সম্পর্কিত। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সাহায্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় সংশেধিত বাজেটে ২৯৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারন করা হয়। বৈদেশিক সাহায্যের ছাড়ের তথ্য প্রধানতঃ উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে সরাসরি সংগ্রহ করা হয় এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা হতে তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই করা হয়। অর্থ-বছরের শেষে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে বৈদেশিক সাহায্য ছাড়ের তথ্য মিলকরণ (reconcile) করা হয়। আলোচ্য অর্থ বছরে ডিসবার্সমেন্ট হয়েছে ৩০৮৪.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা সংশোধিত প্রাক্কলনের শতকরা ১০৩.২৮ ভাগ।

২.৯.২ বার্ষিক উন্নয় কর্মসূচি সম্পর্কিত কার্যক্রমঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং সংশোধিত এডিপিঃ প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সাহায্যের চাহিদা সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রকল্প পরিচালকদের সঙ্গে সভা করে বৈদেশিক সাহায্যের প্রতুলতা (availability) বিবেচনায় প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দ প্রদাণ করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-তে ১৭ টি সেক্টরের ৩০৬ টি প্রকল্পে মোট ২৪,৫৬৩ কোটি টাকা (৩,০৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। এ বরাদ্দ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৪৯ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অনুকূলে প্রদান করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সাহায্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় সংশেধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ২১,২০০ কোটি টাকা (২,৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হ্রাস করা হয়।

এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার পর্যালোচনাঃ এডিপি অপেক্ষা সংশোধিত এডিপি-তে প্রায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সাহায্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ হ্রাস করতে হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত-এডিপি প্রণয়নকালে যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্যের চাহিদা এডিপি-তে বরাদ্দের তুলনায় ৪০% বা তার বেশী হ্রাস পেয়েছিল সে সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে

সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং কারণসমূহ নিয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী পর্যায়েও সভা করা হয়ে থাকে।

২.৯.৩ বৈদেশিক ঋণের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যবলীঃ

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যবলীঃ ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বাজেটে বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধের জন্য যথাক্রমে ৮,৩০০ ও ১,৬৭০ কোটি (সর্বমোট ৯,৯৭০ কোটি টাকা) যা ১০৪৫.০০ ও ২১০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সর্বমোট ১,২৫৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান) বাজেট বরাদ্দ করা হয়। মোট আসল বাবদ ৮,৪৭৬.৭ কোটি ও সুদ বাবদ ১,৫৭৪.৩ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে যা যথাক্রমে ১০৮৮.৫ ও ২০৫.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমান।

ঋণের হিসাব সংরক্ষণঃ ফাবা ১৯৯২ সাল থেকে আঙ্কটাড (UNCTAD)-এর Debt Management and Financial Analysis System শীর্ষক সফটওয়ার ব্যবহার করে আসছে। এ সিষ্টেমে সকল বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগদ করা হয়। এর ফলে বৈদেশিক ঋণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য এবং ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ সহজেই পাওয়া যায়। এর ফলে বৈদেশিক ঋণের ধারনক্ষমতার (debt sustainability) সুস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করা সহজতর হয়।

২.৯.৪ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীঃ

তথ্য প্রতিবেদন তৈরী ও সরবরাহঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর জন্য বৈদেশিক সাহায্যের তথ্য প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে নিয়মিত তথ্য বিনিময় করা হয়। রির্সোস কমিটি, বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়া ও নীতিগত বিষয়সমূহের উপর মতবিনিময় সভা, ক্যাশ এন্ড ডেট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা, পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা, সরকারের আর্থিক, মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল এবং বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটির সভাসমূহে ইআরডির প্রতিনিধিত্ব করা।

জাতীয় বাজেট প্রণয়নঃ জাতীয় বাজেটে বৈদেশিক সাহায্যের বাজেট প্রাক্কলন ও উন্নয়ন বাজেটে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ এবং তা সংশোধন সম্পর্কিত বিষয়ে অর্থ বিভাগের সঙ্গে কাজ করা।

জাতীয় সংসদে তথ্য প্রেরণঃ জাতীয় সংসদ অধিবেশন চালাকালীন সময়ে সংসদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব, জাতীয় সংসদের অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি-এর বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত সভার জন্য তথ্য সরবারহ।

বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ সঙ্গে তথ্য বিনিময়ঃ বিশ্ব ব্যাংকের ওয়েব সাইটের জন্য ত্রৈ-মাসিক বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত তথ্য এবং আইএমএফকে প্রতি মাসে উন্নয়ন সহযোগী অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট ও ডিসবার্সমেন্ট তথ্য সরবরাহ। আইএমএফ এর আর্টিক্যাল-৪ মিশনের সঙ্গে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বৈদেশিক সেক্টর সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য আদান প্রদান করা।

বিভিন্ন বৈদেশিক মিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ঃ বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ সহ অন্যান্য সংস্থার মিশনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্যের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে মত বিনিময় সভা করা।

বাংলাদেশের ঋণ মান নির্ধারণঃ ঋণমান নির্ণয়কারী (credit rating) প্রতিষ্ঠান যথাঃ Moody's Investors Service (Moody's), Standard and Poor's (S&P) এবং Fitch Ratings-এর সঙ্গে বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে আলোচনা, ঋণের ধারণ ক্ষমতার সুস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ।

সাচিবিক দায়িত্ত পালন: Standing Committee on Non-concessional Loan এবং First Track Project Monitoring Committee এর কার্যাবলী পরিপালনে সাচিবিক দায়িত্ত পালন।

বার্ষিক প্রকাশনাঃ ইআরডি'র হতে প্রকাশিত "Flow of External Resources into Bangladesh" শীর্ষক বার্ষিক প্রকাশনাটি সংকলন ও প্রকাশের সার্বিক কার্যাদি।